বাণিজ্য সংবাদ

৫০ হাজারের দোরগোড়ায় সেনসেক্স

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : শুরুতে ধাক্কা খেলেও দিনের শেষে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গেল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ২৪৭.৭৯ পয়েন্ট উঠে ৪৯,৫১৭.১১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। লেনদেন চলাকালীন সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ৪৯,৫৬৯.১৪ পয়েন্টে। যা সেনসেক্সের সর্বকালীন উচ্চতা। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ১৪,৬০০-এর দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। আজ নিফটি ৭৮.৭ পয়েন্ট উঠে ১৪,৫৬৩.৪৫-এ পৌঁছেছে। একসময়ে নিফটি ১৪,৫৯০.৬০ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। আজ যেসব সংস্থার শেয়ার দর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম টাটা মোটর, এসবিআই, রিলায়েন্স, ভারতী এয়ারটেল, এইচডিএফসি ব্যাংক, কোল ইন্ডিয়া ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দেশে করোনার টিকাকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরেছে লগ্নিকারীদের। তৃতীয় কোয়ার্টারে টিসিএসের ভালো ফল প্রকাশ করায় অন্য প্রথমসারির সংস্থাগুলিও ভালো ফল করবে বলে প্রত্যাশা বাড়ছে। এই প্রত্যাশাপূরণ হলে সেনসেক্স ৫০ হাজার পেরিয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে করোনার নতুন স্ট্রেন, জিডিপি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ইত্যাদি শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

১০.১ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : করোনা ভাইরাস মহামারির ধাক্কায় চলতি অর্থবর্ষ ২০২০-'২১-এ ৭.৮ শতাংশ সংকুচিত হলেও আগামী অর্থবর্ষে বৃদ্ধির সরণিতে ফিরবে দেশের জিডিপি। বৃদ্ধির হার পৌঁছে যেতে পারে ১০.১ শতাংশে। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে নামী মূল্যায়ন সংস্থা ইকরা। এর পাশাপাশি কমবে মূল্যবৃদ্ধির হারও। চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশের আশপাশে থাকলেও আগামী অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৪.৬ শতাংশ হবে। যদিও তা লক্ষ্যমাত্রার ৪.০ শতাংশের থেকে বেশি। মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে এলে রেপো রেট কমানোর রাস্তা তৈরি হবে বলেও দাবি করা হয়েছে ইকরার রিপোর্টে। এর পাশাপাশি আগামী অর্থবর্ষে বাজেট ঘাটতিও কমবে। চলতি অর্থবর্ষে মহামারির প্রভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ১২-১২.৫ শতাংশ হতে পারে। সেখানে ২০২১-'২২-এ বাজেট ঘাটতি কমে জিডিপির ৮.৫ শতাংশ হতে পারে। ইকরার মুখ্য অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার জানিয়েছেন, বৃদ্ধির হার বাড়াতে বড় ভূমিকা নিতে হবে রিজার্ভ ব্যাংককে। বাজারে নগদের জোগান বাড়াতে সময়োচিত পদক্ষেপ করতে হবে শীর্ষ ব্যাংককে।

হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তায় মুড়ছে ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : ক্যাপিটল হিলেই শেষ নয়। রাজধানীর বুকে এবার সশস্ত্র হামলার আশঙ্কা করছে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর।

২০ জানুয়ারি পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন জো বাইডেন। তার আগে অ্যামেরিকাজুড়ে অস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালাতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থকদের একাংশ। সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর এই সতর্কবার্তায় নড়েচড়ে বসেছে হোয়াইট হাউস। প্রশাসনের সঙ্গে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন এফবিআই আধিকারিকরা। তারপরেই ওয়াশিংটনে ১৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজার ন্যাশনাল গার্ড ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে পৌঁছে গিয়েছে। ক্যাপিটলে হামলার পরেই তাদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

গোয়েন্দাদের খবর, আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে অ্যামেরিকার ৫০টি রাজ্যের প্রতিটির রাজধানীতে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে ট্রাম্পের সমর্থকরা। তারা অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করবে। ওয়াশিংটনেও লাগাতার অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভ হওয়ার সম্ভাবনার তথ্যও মিলেছে। তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হচ্ছে। তবে ওয়াশিংটনের নিরাপত্তায় ন্যাশনাল গার্ডের পাশাপাশি মার্কিন সেনাকেও (অ্যাক্টিভ ডিউটি ট্রুপ) নিয়োগ করা উচিত বলে মনে করেন ক্রিস মার্ফি ও অন্য সেনেট সদস্যরা। এই প্রেক্ষিতে রাজধানীর নিরাপত্তায় জরুরি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন ট্রাম্প। স্ট্যাফোর্ড আইন মোতাবেক ওই ঘোষণায় ফেডারাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটনকে বিপন্মুক্ত রাখতে প্রয়োজনে যে কোনও পদক্ষেপ করার। ক্যাপিটল হিলের ঘটনায় নিরাপত্তাবাহিনীর প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

ন্যাশনাল গার্ড-এর প্রধান ড্যানিয়েল হোকানসন জানিয়েছেন, আগামী শনিবারের মধ্যে ৯ হাজার সেনা পাঠানো হবে। তাদের মূলত নিরাপত্তা, পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজরদারি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে। পরে আরও সেনা পাঠানো হবে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান এবং যাঁর নিরাপত্তা নিয়ে এত সাজোসাজো রব গোটা ওয়াশিংটনে, সেই জো বাইডেন কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। বরং বলেছেন, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের বাইরেও শপথ নিতে আমার ভয় নেই। তবে জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে অবশ্যই উদ্বেগ রয়েছে। প্রথা অনুযায়ী, নতুন প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয় ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ময়দানে। গত বুধবার ওয়াশিংটনের ক্যাপিটলে হামলার ঘটনার পর থেকেই বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান নিয়ে উদ্বিগ্ন মার্কিন প্রশাসন। হোমল্যান্ড নিরাপত্তার প্রধান চ্যাড উলফ সোমবারই পদত্যাগ করেছেন। তবে এদিন ইস্তফার আগে তিনি বলেন, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সিকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারির অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ নজরদারি চালাবেন সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীরা। ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বুধবারের ঘটনার পরেই ওয়াশিংটনে ৬ হাজার ২০০ ন্যাশনাল গার্ডকে পাঠানো হয়েছিল। ওইদিন তাঁরা ওয়াশিংটনের রাস্তায় ফ্ল্যাগ মার্চও করেছিলেন। তারপর থেকে ওই গার্ডদের ওয়াশিংটনেই রাখা হয়েছে। ২০ জানুয়ারির অনুষ্ঠানের জন্য আরও ১০ হাজার গার্ডকে ওয়াশিংটনে মোতায়েন করা হচ্ছে। শনিবারের মধ্যে তাঁরা সেখানে পৌঁছে যাবেন।

এবারের অনুষ্ঠানে দর্শক থাকার বিষয়ে বহু নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়াশিংটনে প্রয়োজন ছাড়া না যেতে। ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়াশিংটনের সমস্ত মনুমেন্ট ও দ্রষ্টব্য স্থান বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রতি বছর প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বহু দর্শক উপস্থিত থাকেন। কিন্তু এবার করোনার জন্য দর্শকদের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে আগেই ঠিক হয়েছিল। ক্যাপিটল ভবনে হামলার পর প্রশাসন আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তবে জানানো হয়েছে, দর্শকদের কথা ভেবে ওয়াশিংটন মলে ওইদিন নানা মাপের ১ কোটি ৯১ হাজার ৫০০টি প্রতীকী পতাকা টাঙানো হবে। গত ৭ জানুয়ারি ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের কয়েক হাজার সমর্থক। এই ঘটনার জন্য ট্রাম্পকে দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে ইতিমধ্যে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) কার্যনির্বাহী অ্যাটর্নি জেনারেল জেফরি রোজেনের কাছে দাবি করেছে যে, ক্যাপিটল হিলের ঘটনায় ট্রাম্পের ভূমিকার তদন্ত করতে একজন স্পেশাল কাউন্সেলকে নিয়োগ করা হোক। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টেরও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভার স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ট্রাম্পকে অবিলম্বে অপসারিত না করলে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া চালু করা হবে। গোয়েন্দাদের ধারণা, এইসব সিদ্ধান্ত ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে ট্রাম্প সমর্থকদের।

নিরাপত্তা বলয়

- ১৬ তারিখ থেকে আমেরিকার ৫০টি রাজ্যেই সশস্ত্র বিক্ষোভ দেখাতে পারে ট্রাম্পের সমর্থকরা
- হামলা রুখতে ওয়াশিংটনে মোতায়েন ১৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড। নামানো হতে পারে সেনাবাহিনীকেও
- রাজধানীর নিরাপত্তায় ট্রাম্পের 'জরুরি ঘোষণা'। ফেডারাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিকে পূর্ণ ক্ষমতা
- দর্শক ছাড়াই শপথ নেবেন বাইডেন
- ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকদের ওয়াশিংটন সফরে নিষেধাজ্ঞা

চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি ভারতীয় সেনা : নরবনে

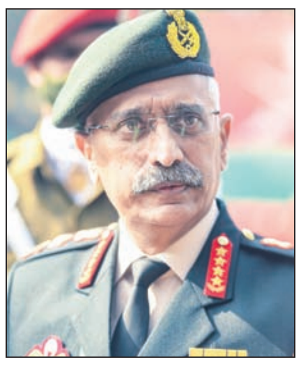

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : লাদাখ সীমান্তে ভারত-চিন অচলাবস্থা মেটানোর রফাসূত্র অধরা থাকাকালীন চিনের তরফে বারবার প্রোটোকল ভেঙে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। এই আবহে সীমান্তে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারত তৈরি বলে নিশ্চিত করেছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবনে। সেনা দিবসের প্রাক্কালে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে এদেশের ফৌজিরা প্রস্তুত।' ভারতীয় সেনা ক্রমেই প্রযুক্তিনির্ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান যে ভারতের কাম্য, তা বোঝাতেও কসুর করেননি।

২০২০ সালে রাক্ষুসে করোনার পাশাপাশি সীমান্তে লালফৌজের মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতীয় সেনাকে। কোভিড-১৯ ও সীমান্ত পরিস্থিতিকে বাগে আনতে পেরেছেন তাঁরা বলে মন্তব্য করে সেনাপ্রধান বলেন, 'দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তগুলিতে সেনা সচেতনতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে।' গোটা সীমান্তে সেনাদের জন্য শীতকালীন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পরিপূর্ণ রসদের। তাঁর কথায়, 'ভারত শান্তিতে বিশ্বাসী হলেও পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিলে তার মুখোমুখি হতে তৈরি সামরিক বাহিনী।'

সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ও সর্বাত্মক উন্নয়নে ২০২০ সালে যে চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ চুক্তিই প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার বার্তাকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। এদিন পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গি কার্যকলাপ যেভাবে বাড়াচ্ছে ভারত তা বরদাস্ত করবে না। সন্ত্রাস নিয়ে আপসের পথে হাঁটবে না ভারত। আঘাত এলেই পালটা প্রত্যাঘাত হবে।'

আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানকে বারবার চিনের মদত দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নরবনে বলেন, 'জইশ প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে যাতে ঘোষণা না করা হয় সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চিন।' নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের হয়ে চিন সওয়াল করতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান।

> অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে এদেশের ফৌজিরা প্রস্তুত। দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তগুলিতে সেনা সচেতনতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে।
>
> -মনোজ মুকুন্দ নরবনে
> *সেনাপ্রধান*

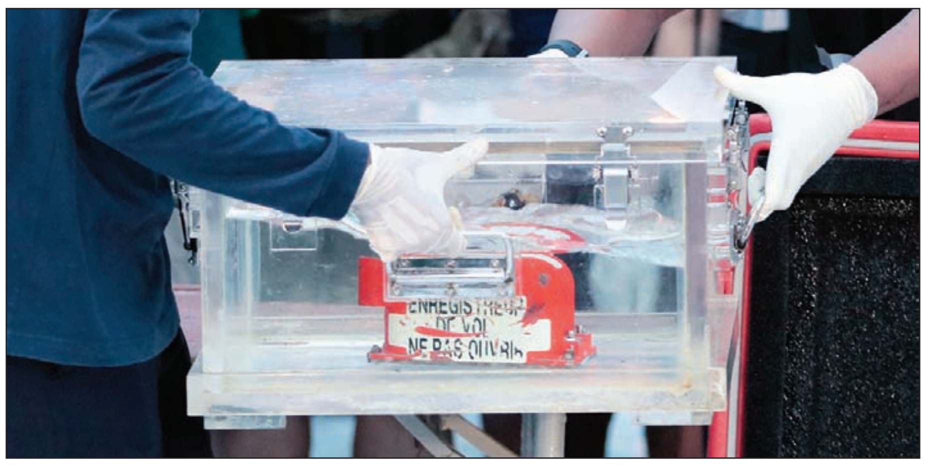

ইন্দোনেশিয়ায় ভেঙে পড়া বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার হল। - পিটিআই

টিম বাইডেনে বনিতা গুপ্তা

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন প্রশাসনে আরও একজন যোগ দিতে চলেছেন, যাঁর জন্ম হয়েছিল ভারতে। জো বাইডেন সরকারে জায়গা পেতে চলেছেন পেশায় আইনজীবী বনিতা গুপ্তা। তাঁকে আমেরিকার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদের জন্য বেছে নিয়েছেন হবু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রথম মহিলা তথা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসাবে বনিতা এই দায়িত্ব পেতে চলেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাট পার্টির তরফে যে 'ছায়া সরকার'-এর রূপরেখা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানেও বনিতাকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে নিয়োগের ইঙ্গিত ছিল। সোমবার প্রেসিডেন্ট ইলেক্টের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টে তাঁকেই ওই পদে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। পোস্টে লেখা, আমেরিকার প্রথমসারির আইনজীবী বনিতা দীর্ঘদিন যাবৎ মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি নিজের পেশাকে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে তিনি প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের অধিকার ও সম্মান রক্ষা করবেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারের সদস্য হিসাবে বনিতা আমেরিকার বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে ওয়েবসাইট পোস্টে জানানো হয়েছে। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর সরকারের পদাধিকারীরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের উত্তরসূরি হিসাবে শপথ নেবেন বাইডেন। তাঁর সরকারের বাকি পদাধিকারীরাও ওইদিনই কার্যভার গ্রহণ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের আইনি পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেহা গুপ্তা ও রিমা শা'র নিয়োগের কথা জানান বাইডেন।

প্যারাগ্লাইডার এখনও নিখোঁজ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : চারদিন ধরে উদ্ধারের চেষ্টা চললেও প্যারাগ্লাইডার রহিত ভাদোরিয়া এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। হিমাচল প্রদেশের বির এলাকায় তাঁকে উদ্ধারের অভিযানে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ভারতীয় বায়ুসেনাও কাজ করছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার প্যারাগ্লাইডিংয়ে যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে কোনও জিপিএস বা ওয়্যারলেস সঙ্গে নিয়ে যাননি। ফলে তাঁর খোঁজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। রহিতের বন্ধু সুদীপ সরকার বলেন, 'প্রথম দু'দিন বেসরকারিভাবে হেলিকপ্টার নিয়ে খোঁজ চালানো হয়। এরপর রবিবার থেকে ভারতীয় বায়ুসেনাও খোঁজ চালাচ্ছে। হেলিকপ্টারের পাশাপাশি প্যারা-মোটর ফ্লাইটও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া ৬-৭টি গ্রাউন্ড সার্চ টিমও কাজ করছে। তাঁরা বিভিন্ন দিকে খোঁচ চালাচ্ছে। এমনকি তাঁরা রাতে জঙ্গলের মধ্যেই ক্যাম্প করে থাকছেন। কিন্তু এখনও আমরা কোনও খোঁজ পাইনি।' রহিতের স্ত্রী ও একটি ছেলে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে আগরতলায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। ছবি : অভিষেক সাহা

গডসের নামে গ্রন্থাগার গড়ল হিন্দু মহাসভা

গোয়ালিয়র, ১২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী যতই গান্ধির নামে জয়ধ্বনি দিন না কেন তাঁর দলের সহযোগী দলে এখন গান্ধির হত্যাকারী পূজিত হচ্ছেন। এ বিষয়ে বিজেপির কোনও নেতা মুখ খুলতে চাইছেন না। এতদিন যদিও বা কিছুটা লুকোছাপা ছিল এখন আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারী নাথুরাম গডসের নামে গ্রন্থাগার চালু করল হিন্দু মহাসভা।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে হিন্দু মহাসভার দপ্তরে 'গডসে জ্ঞানশালা' গড়ে উঠেছে। সেখানে গডসে সম্পর্কে বই, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন রাখা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দাবি, যেসব তরুণ গডসের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁদের সত্যিকারের জীতায়তাবাদ সম্পর্কে অবগত করতে গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা হয়েছে। হিন্দু মহাসভার জাতীয় সহ সভাপতি জয়বীর ভরদ্বাজ বলেন, 'গডসে যে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী ছিলেন তা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে গ্রন্থাগারটি চালু করা হয়েছে। তিনি দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং এর জন্য জীবন দিয়েছিলেন।' এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল, আজকের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা।

গডসের নামাঙ্কিত গ্রন্থাগার ভারতভাগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত করবে বলেও ভরদ্বাজ জানান। তাঁর দাবি, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেশভাগ হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারের জন্য গোয়ালিয়রকে বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ভরদ্বাজ। তিনি জানান, এই শহরে গান্ধিহত্যার পরিকল্পনা হয়েছিল। গোয়ালিয়রেই গডসে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করার অভিযোগে ১৯৪৯-এর ১৫ নভেম্বর আম্বালা জেলে গডসের ফাঁসির সাজা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীকে আত্মত্যাগ দিবস হিসাবে পালন করে।

গোয়ালিয়র

ইমরানকে সরাতে জেহাদের ডাক

ইসলামাবাদ, ১২ জানুয়ারি : নয়া পাকিস্তান গড়ার ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসে ইমরান খান প্রতি পদে তাঁর অযোগ্যতাই প্রকট করেছেন। এমন 'অযোগ্য' প্রধানমন্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলার ডাক দিলেন ১১টি বিরোধী দলের জোট পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)-এর প্রধান মৌলানা ফজলুর রহমান। এই কাজে যে কোনও ত্যাগে তাঁরা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেওবন্দি তথা কট্টর দক্ষিণপন্থী এই নেতা। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অন্যথায়, সাধারণ মানুষ পিডিএম-এর ছাতার তলায় এসে এই সরকারকে 'লাথি মেরে' ছুঁড়ে ফেলবে বলে সাবধান করে দিয়েছেন।

খাইবার পাখতুনখোয়ার জনসভায় মৌলানা ফজলুর রহমানের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে প্রচুর জনসমাগম হয় বলে খবর মিলেছে। ১৯ জানুয়ারি ইসলামাবাদে নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে এই জোট ধরনায় বসবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জেনারেল জিয়াউল হক ও পারভেজ মুশারফের সরকারের চেয়েও ইমরান খান পরিচালিত পাক সরকার খারাপ বলে অভিহিত করে রহমান বলেন, 'এখানে গণতন্ত্র নেই। সংবিধান ও প্রাদেশিক সরকারগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। সামরিক আইন প্রয়োগের চক্রান্ত চলছে। গরিবরা অত্যাচারিত। আর্থিক ও অন্যান্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংস্থার কাজ, সেই স্বশাসিত সংস্থা দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (এনএবি)-র আধিকারিকেরা সাহস দেখিয়ে ইমরানকে গ্রেফতার করুন বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেননি এই বর্ষীয়ান নেতা। রহমান বলেন, 'তাঁরা কিন্তু তা করছেন না। তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে।' জানুয়ারির গোড়ায় ভাওয়ালপুরে জনসভা হয়েছিল বিরোধী জোটের। গতবছর অক্টোবরে পেশোয়ার, লাহোর, করাচি, মূলতান, কোয়েটার জনসভায় বিপুল সাড়া মিলেছে বলে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট-এর দাবি। বর্তমান পাক সরকারের বিদেশনীতিরও সমালোচনা করেছেন মৌলানা ফজলুর রহমান। নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে এই সভার গণভোটই রায় বলে উল্লেখ করে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র চেয়ারম্যান বিলাবল ভুট্টো বলেন, 'এই পুতুল সরকার কোনও কথাই রাখতে পারেনি।' আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে পড়েছে পাকিস্তান। এক কোটি যুবকের চাকরি ও গৃহহীনদের জন্য ৫০ হাজার বাড়ি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন খান সাহেব কিন্তু কিছুই করে দেখাতে পারেননি।

ট্রেনের দাবিতে স্টেশনে বিক্ষোভ

শিলচর, ১২ জানুয়ারি : পাঁচ দফা দাবিতে মঙ্গলবার অসমের করিমগঞ্জ স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। বিক্ষোভ দেখানোর পর স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে যেসব দাবি জানানো হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল শিলচর ও করিমগঞ্জের মধ্যে দু'জোড়া লোকাল ট্রেন অবিলম্বে চালু করতে হবে। দুল্লভছড়া-মহিষাসন-শিলচর, শিলচর-জিরিবাম, শিলচর-ভৈরবী যাত্রীবাহী ট্রেন অবিলম্বে চালু করা, বিশেষ ট্রেন হিসেবে চিহ্নিত সব ট্রেন বাতিল করে সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেন ফের চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অরুণাংশু ভট্টাচার্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, 'করোনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। কয়েকটি ট্রেন চালু হলেও সেই ট্রেনগুলিকে বিশেষ ট্রেন হিসেবে চিহ্নিত করে যাত্রী ভাড়া পাঁচগুণ বাড়ানো হয়েছে। অসম সরকার বারবার প্রচার করে চলেছে করোনা পরিস্থিতি আয়ত্তে চলে এসেছে। অথচ যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করার ছাড়পত্র রাজ্য সরকার এখনও দিচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তরা ট্রেনের ওপর নির্ভরশীল। অথচ টিকিটের দাম বাড়িয়ে করিমগঞ্জ থেকে শিলচরের ভাড়া ৭৫ টাকা করা হয়েছে। পরিস্থিতির কথা বিচার করে আগের ভাড়াই রাখা উচিত ছিল।' দাবিপূরণ না বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন অরুণাংশুবাবু।

গুগল ম্যাপে ভরসা করে বিপদ

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : গন্তব্যে পৌঁছোতে প্রায়ই গুগল ম্যাপের ওপর নির্ভর করি। সেই গুগল ম্যাপ দেখে গাড়ি চালাতে গিয়ে চরম বিপদ ঘটল। গাড়ি গিয়ে পড়ল কৃত্রিম জলাধারে। মৃত্যু হল গাড়িচালক সতীশ গুলের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর অলোক টাউনে। রবিবার রাত ১.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, কালসুবাইয়া যাওয়ার পথে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেন সতীশ। গাড়িতে ছিলেন চালক, গাড়ির মালিক সহ আরও দুজন। সেই সময় গুগল ম্যাপ দেখে গাড়ি চালাচ্ছিলেন সতীশ। জলাধারে গাড়ি পড়ে গেলে যাত্রী তিনজন গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু সতীশ সাঁতার জানতেন না। ডুবেই মৃত্যু হয় তাঁর। ওই পথে একটি সেতু ছিল। হ্রদের জল বেড়ে যাওয়ায় সেতুটি ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাই সেই রাস্তা এড়িয়ে চলেন।

মধ্যপ্রদেশে বিষমদে মৃত ১১

ভুপাল, ১২ জানুয়ারি : বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ গেল ১১ জনের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৭ জন। এদের মধ্যেও কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার পাহাওয়ালি এবং মানপুর গ্রামের। ওই দুই গ্রামের বাসিন্দা একই জায়গায় তৈরি স্থানীয় মদ খেয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে মদ খাওয়ার পরই ওই ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই ১০ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুমিছিলের জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একইসঙ্গে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় মদের ব্যবসা রমরম করে চলছে। প্রশাসন আগেই মদ বিক্রি বন্ধ করে দিলে এতজনের মৃত্যু হত না। এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। কোথা থেকে এই মদ এল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

খাল সংস্কার করে আত্মনির্ভরতার পাঠ আদিবাসীদের

আলোকের ঝরনাধারা

বিজিয়ানগরম, ১২ জানুয়ারি : বিতর্কিত কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লির সংঘুতে ধর্না দিচ্ছেন পঞ্জাব, হরিয়ানার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা কৃষকরা। আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত তৈরি হয়েছে। তবে শিল্পমুখী অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আজও কতটা গভীর তা ভালোভাবেই অনুভব করা যাচ্ছে। সিংঘু থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের সারিকা গ্রামের দূরত্ব প্রায় ১,৮০০ কিলোমিটার। সেখানেও 'আন্দোলন' হয়েছে। যদিও দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মিল নেই। দু'য়ের পটভূমি আলাদা। মিলটা শুধু সরকার-প্রশাসনকে বার্তা দেওয়ার নিরিখে। দেশের রাজধানী শহরে কৃষকরা ধর্না, বিক্ষোভ, ট্র্যাক্টর র‍্যালির মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচিত প্রতিবাদের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করছেন। সারিকার আদিবাসী কৃষকরা বার্তা দেওয়ার ভিন্ন উপায় বের করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সেচের জলের জন্য প্রশাসনের কাছে দরবার করছিলেন। সাড়া মেলেনি। অগত্যা প্রতিবেশী ভারকা ও চিন্তানভালাকা গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেরাই একটি পরিত্যক্ত খাল সংস্কার করে জলের ব্যবস্থা করেছেন। খালের মাধ্যমে স্বর্ণামুখী নদী থেকে চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে ৩টি গ্রামের প্রায় ১০০ একর জমিতে সারা বছর ফসল ফলছে।

সারিকা গ্রামের এক কৃষক জানান, মজে যাওয়া খাল সংস্কারের জন্য তাঁরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাতে কাজ হয়নি। ৩টি গ্রামের বাসিন্দারা তখন ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে একটি জেসিবি ভাড়া করেন। তার সাহায্যে নিজেরাই খাল সংস্কার করে নেন। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে খাল সংস্কারের কথা জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সালুরুর এমপিডিও পার্বতী জানান, বিষয়টি এতদিন তাঁর নজরে আসেনি। খাল সংস্কারের কথা জানতে পেরে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবকে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। উপজাতি কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সারিকা-ভারকা-চিন্তানভালাকার ঘটনা নতুন নয়। এর আগে কোডামায় এক পাহাড়ের চূড়ো থেকে পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছিলেন স্থানীয় আদিবাসীরা। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগ, শ্রম ও অর্থে। বারবার আবেদন-নিবেদনের পরেও সরকারি সাহায্য না মেলায় আত্মনির্ভরতাকে হাতিয়ার করেছিলেন তাঁরা। রাস্তা তৈরি হওয়ার পর সক্রিয় হয়েছিল প্রশাসন। রাস্তা তৈরিতে গ্রামবাসীরা যে টাকা খরচ করেছিলেন তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'স্বদেশ'-এনাসার বিজ্ঞানী মোহন ভার্গভের চরিত্রে শাহরুখ খান গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতার পাঠ দিয়েছিলেন। সারিকা-ভারকার আদিবাসীরা বলিউডি ছবিটি দেখেছেন কিনা জানা নেই। তবে তাঁরা যে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর এক নতুন দিককে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

আটক মোহিত

নয়ডা, ১২ জানুয়ারি : ২৫১ টাকায় স্মার্টফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিরোনামে এসেছিল মোহিত গোয়েল। সেই স্মার্টফোন জালিয়াতি মামলায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল তাকে। এবার ২০০ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগে আটক করা হল মোহিতকে। একইসঙ্গে আটক করা হয়েছে তার ৫ সহযোগীকে। অভিযোগ, দুবাই ড্রাই ফ্রুটস অ্যান্ড স্পাইসেস হাব নামে একটি সংস্থা খুলে ব্যবসা করছিল মোহিত ও তার সহযোগীরা। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ড্রাই ফ্রুট কিনে রাজধানী ও তার সংলগ্ন এলাকায় খোলাবাজারে তা বিক্রি করত। প্রথম প্রথম ব্যবসায়ীদের অর্থ মিটিয়ে দিলেও পরে মোহিতের দেওয়া চেকগুলি বাউন্স করতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরেই মোহিতের নামে একাধিক রাজ্যে অভিযোগ জমা করেন প্রতারিত ব্যবসায়ীরা।